

মহজ ডাবে নামারী



 অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস

১। নার্সারীর উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন

আলোছায়া জায়গা ; জলের ব্যবস্থা ; জল নিকাশী ব্যবস্থা ; বাড়ির কাছে ; উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

২। উপযুক্ত মাটি নির্বাচন

দোঁয়াশ মাটি ; আলু, গম, সরিষার জমি থেকে মাটি সংগ্রহ না করা ; পতিত জায়গা থেকে মাটির উপরি ভাগের ৪” - ৬” গর্ত করে ফেলে দিয়ে তার নিচের অংশ থেকে মাটি নিতে হবে।

৩। মাটির ধরণ অনুযায়ী মিশ্রণ

- ক) যদি বেলে মাটি হয়, তাহলে ১ বুড়ি বেলে মাটির সাথে ১ বুড়ি এঁটেল মাটি মেশাতে হবে
- খ) যদি এঁটেল মাটি হয়, তাহলে ১ বুড়ি এঁটেল মাটির সাথে ১ বুড়ি বেলে মাটি মেশাতে হবে

৪। মাটির সাথে কম্পোষ্ট/গোবর সারের মিশ্রণ

- ৩ বুড়ি মাটির সাথে ১ বুড়ি গোবর মেশাতে হবে
- প্রয়োজনে অর্ধেক অর্ধেক হতে পারে
- মাটির সাথে ছাই মেশান যাবে না
- মাটির সাথে সার মেশানোর পর কোয়ার্টার ইঞ্চি নেটের চালুনি দিয়ে মাটি চেলে নিতে হবে

৫। নার্সারী বেডের মাপ

- প্যাকেটের মাপ অনুযায়ী বেডের মাপ হয়
- যদি প্যাকেট ৪” x ৬”-৭” হয় তাহলে প্রতি ১০০০ এর জন্য ৭ হাত লম্বা ৩ হাত চওড়া ৬” গর্ত করে মাটি কেটে বাইরে ফেলে দিতে হবে
- প্রয়োজনে বাইরে থেকে মাটি নিয়ে এসে ৬”-১২” উঁচু করে বেড বানাতে হতে পারে

৬। প্যাকেটে মাটি ভর্তি

- প্যাকেটে বুরবুরে মাটি এমন করে ভরতে হবে যেন প্যাকেট খুব শক্ত না হয়ে যায় আবার খুব নরম যেন না থাকে
- অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন খালি না থাকে। প্যাকেটের নীচের দিকে যেন ৪-৫ টি ছিদ্র থাকে যাতে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যায়
- প্যাকেট অবশ্যই সারিবদ্ধ ভাবে সাজাতে হবে

৭। প্যাকেটে বীজ/চারা দেওয়ার পদ্ধতি

- বীজের আকার প্রকার ও সহজাত ধর্মভেদে বিভিন্ন বীজ বিভিন্ন সময় অনুযায়ী জলে ভেজাতে হবে
- বীজের আকার প্রকার অনুযায়ী প্যাকেটে সরাসরি দুটি আঙ্গুলে চাপ দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে
- কিছু কিছু বড় বীজ আছে যেগুলি আঙ্গুল দিয়ে চেপে প্যাকেটে ঢোকানো যাবে না। সেই ক্ষেত্রে অল্প মাটি প্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে বীজ দিতে হবে, পরে ঐ হাতের মাটি দিয়ে ঢাকা দিতে হবে
- কিছু কিছু বীজ আছে যেগুলি সরাসরি প্যাকেটে বীজ দেওয়া যায় না। সেগুলি মাদার বেডে চারা তৈরি করে প্যাকেটে দিতে হয়

৮। জল দেওয়ার পদ্ধতি

- প্রয়োজন অনুযায়ী সকাল বিকালে ঝাড়ির সাহায্যে জল দিতে হবে
- বালতি বা অন্য কোন ভাবে দেওয়া যাবে না
- জল দেওয়ার পর অবশ্যই খড় অথবা শুকনো সুপারী পাতা দিয়ে প্যাকেটগুলি ঢাকা দিতে হবে
- চারা ২"-৩" ইঞ্চি বের হলে ঢাকা সরিয়ে নিতে হবে

৯। ঢাকা/মালচ কেন

- প্যাকেটের মাটি ধুয়ে ও শক্ত হয়ে যাবে না
- আগাছা জন্মাবে না
- প্রচন্ড রৌদ্রের তাপে মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকবে, এক কথায় জল কম লাগবে

১০। কখন চারা শিফটিং করা উচিত

- চারা যখন ৬" ইঞ্চি হবে তখন শিফটিং করা উচিত
- অবশ্যই বৈকালে করা দরকার
- সকালে উচিত নয়
- শিফটিং করার পর বা মাদার বেড থেকে চারা তুলে প্যাকেটে (এটাও বৈকালে করা উচিত) দেওয়ার পর অবশ্যই ৩-৪ দিন তার উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে

১১। চারা শিফটিং/নাড়াচাড়া কেন

- বেডের ভিতর অনেক খালি প্যাকেট থাকে

- প্যাঁকেটের চারার শিকড় মাটির নীচে চলে যায়, যার ফলে চারা স্থানান্তরিত করলে মারা যায়
- কান্ড দুর্বল হয়

১২। বেড কয় প্রকার

- বেড প্রধানত ৩ ধরনের
- আকার প্রকার ভেদে বেড বিভিন্ন হয়

১৩। বীজ সংগ্রহ

- কমপক্ষে ২০ বছর বয়সী সুস্থ সবল ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ নেওয়া দরকার
- সাধারণত বেশির ভাগ বীজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সংগ্রহ করতে হয়
- এমন কিছু বীজ আছে যা খেয়ে অথবা পাকা বীজ সঙ্গে সঙ্গে লাগাতে হয়। বেশীদিন সংরক্ষণ করে রাখলে গাছ বের হয় না

১৪। বীজ শোধন

- গোমূত্র অথবা গোবর জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা

১৫। গাছের রোগ

- ছোট অবস্থায় গাছের সাধারণত গোড়া পচা ও ধ্বসা রোগ হয়। তার জন্য কাঁচা টাটকা গোবর জল অথবা জল ও গোমূত্র মিশ্রণ (৪ ভাগ জল ও ১ ভাগ গোমূত্র) স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়

১৬। পোকাকার জন্য

- ছোট অবস্থায় লেদা ও শুয়ো পোকাকার উপদ্রব হয়। তার জন্য সাবান কেরোসিনের দ্রবণ স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায় (৪ চা চামচ কেরোসিন দ্রবণ ও ২ চা চামচ দেশী গোলা সাবান প্রতি লিটার জলে গুলে মিশ্রণটি তৈরী করতে হবে।)

১৭। গাছ নির্বাচন

- পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবি, ফলমূল, ভেষজ/বনৌষধি বা ব্যবসার জন্য চারা করলে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী করা উচিত।

